দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

2 9 JUN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 1

27

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা দূর করার সিদ্ধান্ত

রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সভাপতিত্বে গতকাল রোববার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি রুমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর। খবর বাসসর।

বৈঠকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত বিশৃংখলা দূর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন হিসাব ম্যানুয়াল প্রণয়ন করবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, দেশে কোন মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না। তার পরিবর্তে আধুনিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হাসপাতাল প্রশাসন থেকে মেডিক্যাল শিক্ষাকে পৃথক করা হবে। মেডিক্যাল শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাসপাতাল প্রশাসনের দায়িত্ব নেবে।

বৈঠকে অনুধাবন করা হয়

(৭-এর পাতায় দেখুন)

বিশৃঙ্খলা দূর করার সিদ্ধান্ত

(১ম পাতার পর)

যে, মেডিক্যাল শিক্ষাসহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম ও সিলেবাস বর্তমান সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য আধুনিকায়ন করা উচিত। বৈঠকে জানানো হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও সার্বিক শিক্ষার পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈঠকে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থ ব্যবস্থাপনা তদারকি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সার্বক্ষণিক ট্রেজারার নিয়োগের প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

বৈঠকে উপাচার্যদের আগেকার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা করা হয়।

এর আগে বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রকৃত অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষার উচ্চ মান অর্জনে প্রয়াস চালানোর ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার উন্নত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের জোর প্রয়াস চালানো উচিত।

বৈঠকে উপপ্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এ,এইচ সাদিক, শিক্ষা সচিব হেদায়েত আহমদ, এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প উপদেষ্টা প্রফেসর এম, এ বারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর শামসুল হক উপস্থিত ছিলেন।